EVENT REPORT

Launching Ceremony of

Plant Scholar (বৃক্ষ বৃত্তি)

A Technology-Driven Tree Plantation and Youth Stewardship Initiative

Date	Thursday, 25 June 2026
Venue	Tofazzal Hossain Manik Mia Hall, Jatiya Press Club, Dhaka

Organized By

Sustainable Research and Consultancy Limited

Co-organized by

Climate Frontiers, Center for Atmospheric Pollution Studies and **Female Leadership on Water, Environment and Research**

Prepared by: **Sustainable Research and Consultancy Limited (SRCL)**

প্ল্যান্ট স্কলার(বৃক্ষ-বৃত্তি)-এর আনুষ্ঠানিক যাত্রা এবং বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি উদ্বোধন উপলক্ষে

সংবাদ সম্মেলন

তারিখঃ ২৫ জুন ২০২৬, সময়: বিকাল ৩ টা।

স্থান: তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া হল,জাতীয় প্রেস ক্লাব, ঢাকা।

আয়োজক: SRCL Sustainable Research and Consultancy Limited

সহ-আয়োজক: Climate Frontiers, CAPS Center for Atmospheric Pollution Studies, FLOWER Female Leadership on Water, Environment and Research

PLANT SCHOLAR

Nurture Nature, Secure Your Future

Official Launch, Press Conference & Plant Distribution Ceremony

Date: 25 June 2026

Venue: Tofazzal Hossain Manik Mia Hall, National Press Club, Dhaka

Time	Program Summary	Conducted By
3:00 PM – 3:30 PM	Registration & Networking	CF & FLOWER Volunteers
3:30 PM – 3:35 PM	Opening Remarks	Jimia Tabassum Suchi
3:35 PM – 3:45 PM	Inaugural Ceremony	Chief Guest
3:45 PM	Session Moderation Begins	Prof. Dr. Kamruzzaman Majumder
3:45 PM – 4:10 PM	Keynote Presentation: Introduction to Plant Scholar	**Abu Jubayer**
4:10 PM – 5:00 PM	Distinguished Guests' Speeches	• **Dr. M. Shahidul Islam** Professor, Department of Geography and Environment, University of Dhaka • **Ibnul Sayeed Rana** Spokesperson, National Committee for the Protection of Nature and Environment • **Mahfuz Mishu** Foreign Affairs Editor, Jamuna Television • **Mohammad Rakib** Environmental Journalist • **Kafayet Shakil** Senior Reporter, BanglaVision
5:00 PM – 5:20 PM	Address by the Chief Guest	**Professor Dr. Abdus Salam** Pro-Vice Chancellor (Education) University of Dhaka
5:20 PM – 5:30 PM	Vote of Thanks & Closing Remarks	Prof. Dr. Kamruzzaman Majumder
5:30 PM – 5:50 PM	Tree Distribution Ceremony	Chief Guest, Special Guests & Participants
5:50 PM – 6:00 PM	Refreshments & Networking	CF & FLOWER Volunteers

''পরিবেশের সমৃদ্ধি, বৃক্ষ বৃত্তি''

আয়োজনে: সাসটেইনেবল রিসার্চ অ্যান্ড কনসালটেন্সি লিমিটেড
সহ-আয়োজনে: বায়ুমন্ডলীয় দূষণ অধ্যয়ন কেন্দ্র, ক্লাইমেট ফ্রন্টিয়ার ও FLOWER

প্রেক্ষাপট

জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাতে বাংলাদেশ আজ বিশ্বের অন্যতম ঝুঁকিপূর্ণ দেশ। দ্রুত নগরায়ন, জনসংখ্যার চাপ, বনভূমি সংকোচন, পরিবেশ দূষণ এবং প্রাকৃতিক সম্পদের অবক্ষয় দেশের পরিবেশগত ভারসাম্য ও টেকসই উন্নয়নের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করেছে। প্রতিবছর দেশে নানা উদ্যোগে লক্ষ লক্ষ গাছের চারা রোপণ করা হলেও সেগুলোর দীর্ঘমেয়াদি পরিচর্যা ও টিকে থাকা নিশ্চিত করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ। অধিকাংশ কর্মসূচিতে গাছ লাগানোর সংখ্যাকে গুরুত্ব দেওয়া হলেও গাছের বেঁচে থাকা, বেড়ে ওঠা এবং পরিবেশগত প্রভাবের বিষয়টি পর্যাপ্ত গুরুত্ব পায় না। অন্যদিকে, বাংলাদেশের তরুণ জনগোষ্ঠী দেশের সবচেয়ে বড় শক্তি। এই বিপুল তরুণসমাজকে যদি পরিবেশ সংরক্ষণ ও জলবায়ু কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করা যায়, তবে তা শুধু পরিবেশ রক্ষায় নয়, বরং একটি দায়িত্বশীল ও সচেতন প্রজন্ম গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এই বাস্তবতা বিবেচনায় সাসটেইনেবল রিসার্চ অ্যান্ড কনসালটেন্সি লিমিটেড (SRCL), CAPS, CF এবং FLOWER-এর যৌথ উদ্যোগে চালু হচ্ছে **'প্ল্যান্ট স্কলার'**-একটি প্রযুক্তিনির্ভর, তরুণ-নেতৃত্বাধীন, দেশব্যাপী বৃক্ষরোপণ ও পরিবেশ সংরক্ষণ কর্মসূচি।

প্ল্যান্ট স্কলার

প্ল্যান্ট স্কলার একটি প্রযুক্তিভিত্তিক দীর্ঘমেয়াদি পরিবেশ আন্দোলন। এই কর্মসূচির আওতায় দেশের বিভিন্ন জেলা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং কমিউনিটি থেকে নির্বাচিত তরুণদের 'প্ল্যান্ট স্কলার' হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। তাদের হাতে তুলে দেওয়া হবে গাছের চারা, আর সেই গাছের পরিচর্যা, সংরক্ষণ এবং বেড়ে ওঠার দায়িত্বও থাকবে তাদের ওপর। গাছের নিয়মিত পরিচর্যা, পর্যবেক্ষণ এবং নির্ধারিত সময় পর্যন্ত গাছের সফলভাবে টিকে থাকা নিশ্চিত করার স্বীকৃতি হিসেবে অংশগ্রহণকারী স্কলারদের 'বৃক্ষবৃত্তি' প্রদান করা হবে। এই আর্থিক সহায়তা তরুণদের পরিবেশ সংরক্ষণে দীর্ঘমেয়াদি সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করবে এবং গাছের প্রতি তাদের দায়িত্ববোধ আরও শক্তিশালী করবে। প্রচলিত বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির তুলনায় প্ল্যান্ট স্কলারের মূল বৈশিষ্ট্য হলো-

- শুধু গাছ লাগানো নয়, গাছের টিকে থাকা নিশ্চিত করা;
- গাছের প্রতি ব্যক্তিগত ও সামাজিক মালিকানাবোধ সৃষ্টি করা;
- প্রযুক্তিভিত্তিক পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা গড়ে তোলা;
- তরুণদের নেতৃত্ব ও সক্ষমতা বিকাশ করা;
- কার্বন শোষণ ও জলবায়ু প্রশমনে বাস্তব অবদান পরিমাপ করা।

ভিশন

তরুণদের সক্রিয় অংশগ্রহণ, প্রযুক্তিনির্ভর পরিবেশ ব্যবস্থাপনা এবং বৃক্ষবৃত্তির মাধ্যমে পরিবেশগত দায়িত্ববোধকে উৎসাহিত করে একটি সবুজ, টেকসই ও জলবায়ু-সহনশীল বাংলাদেশ গড়ে তোলা।

মিশন

দেশের তরুণদের বৃক্ষরোপণ, দীর্ঘমেয়াদি পরিবেশ সংরক্ষণ এবং জলবায়ু কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করার পাশাপাশি বৃক্ষবৃত্তি, প্রশিক্ষণ ও নেতৃত্ব বিকাশের মাধ্যমে একটি দায়িত্বশীল, দক্ষ ও পরিবেশ-সচেতন প্রজন্ম গড়ে তোলা।

উদ্দেশ্য

সার্বিক উদ্দেশ্য

পরিবেশ সংরক্ষণ, তরুণ নেতৃত্ব বিকাশ এবং বৃক্ষবৃত্তির মাধ্যমে গাছের টেকসই পরিচর্যা নিশ্চিত করে দেশব্যাপী একটি সমন্বিত বৃক্ষরোপণ ও পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য

১. তরুণ ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণের মাধ্যমে দেশের বৃক্ষ আচ্ছাদন বৃদ্ধি করা।
২. রোপিত গাছের দীর্ঘমেয়াদি পরিচর্যা ও টিকে থাকা নিশ্চিত করা।
৩. অংশগ্রহণকারী স্কলারদের জন্য বৃক্ষবৃত্তি, প্রশিক্ষণ এবং সক্ষমতা উন্নয়ন কার্যক্রমের সুযোগ সৃষ্টি করা।
৪. পরিবেশ-সচেতন তরুণ নেতৃত্বের একটি জাতীয় নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা।
৫. রোপিত গাছ পর্যবেক্ষণের জন্য একটি জিআইএস-ভিত্তিক রিয়েল-টাইম মনিটরিং ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা।
৬. গাছের মাধ্যমে কার্বন শোষণের পরিমাণ নিরূপণ ও তথ্য সংরক্ষণ করা।
৭. অংশগ্রহণকারী স্কলারদের জন্য বৃত্তি ও দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রমের সুযোগ সৃষ্টি করা।

বাস্তবায়ন কৌশল

প্ল্যান্ট স্কলার নির্বাচন : দেশের বিভিন্ন জেলা, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও কমিউনিটি পর্যায় থেকে প্রচারণা, মনোনয়ন এবং নির্বাচনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্ল্যান্ট স্কলার নির্বাচন করা হবে। নির্বাচিত স্কলারদের একটি কেন্দ্রীয় ডাটাবেজের আওতায় এনে প্ল্যান্ট স্কলার নেটওয়ার্ক গঠন করা হবে।

চারা বিতরণ ও রোপণ : নির্বাচিত প্রতিটি স্কলারকে নির্ধারিত প্রজাতির গাছের চারা প্রদান করা হবে। পাশাপাশি তাদের বৃক্ষরোপণ, পরিচর্যা এবং জলবায়ু-সহনশীল ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও নির্দেশনা দেওয়া হবে। স্কলাররা নিজ নিজ এলাকায় গাছ রোপণ করবে এবং সেগুলোর নিয়মিত পরিচর্যা ও পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করবে। নির্ধারিত সময় পর গাছের টিকে থাকা, পরিচর্যার মান এবং নিয়মিত অগ্রগতি প্রতিবেদনের ভিত্তিতে নির্বাচিত স্কলারদের ‘বৃক্ষবৃত্তি’ প্রদান করা হবে।

মালিকানাভিত্তিক পরিচর্যা ব্যবস্থা : প্রতিটি স্কলার তার গাছের অভিভাবক ও রক্ষণাবেক্ষণকারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে। এর ফলে গাছের প্রতি ব্যক্তিগত দায়বদ্ধতা, সামাজিক অংশগ্রহণ এবং দীর্ঘমেয়াদি স্থায়িত্ব নিশ্চিত হবে।

জিআইএস-ভিত্তিক মনিটরিং ব্যবস্থা : প্ল্যান্ট স্কলারের অন্যতম উদ্ভাবনী দিক হলো একটি জিআইএস-ভিত্তিক ডিজিটাল মনিটরিং প্ল্যাটফর্ম। রোপিত প্রতিটি গাছের অবস্থান জিও-ট্যাগিংয়ের মাধ্যমে ডিজিটালি সংরক্ষণ করা হবে। এই প্ল্যাটফর্মে সংরক্ষিত থাকবে-

- গাছের ভৌগোলিক অবস্থান;
- স্কলারের তথ্য;
- গাছের প্রজাতি;
- বৃদ্ধি ও টিকে থাকার অবস্থা;
- আলোকচিত্র ও পর্যায়ক্রমিক অগ্রগতি প্রতিবেদন।

এর মাধ্যমে দেশের যেকোনো প্রান্তে রোপিত গাছের অবস্থা কেন্দ্রীয়ভাবে ও তাৎক্ষণিকভাবে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হবে।একইসঙ্গে গাছের বিস্তৃতি, বেঁচে থাকার হার, কার্বন শোষণের পরিমাণ এবং কর্মসূচির সামগ্রিক প্রভাব বিশ্লেষণ করা যাবে।

কার্বন শোষণ ও জলবায়ু অবদান : গাছ বায়ুমণ্ডল থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড শোষণের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্ল্যান্ট স্কলারের মাধ্যমে রোপিত ও টিকে থাকা গাছের তথ্য বিশ্লেষণ করে কার্বন শোষণের পরিমাণ নিরূপণ করা হবে। ফলে জাতীয় ও বৈশ্বিক জলবায়ু কার্যক্রমে উদ্যোগটির বাস্তব অবদান পরিমাপ করা সম্ভব হবে। এ উদ্যোগ বিশেষভাবে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDGs)-এর ৪, ১৩, ১৫ এবং ১৭ নম্বর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক হবে

বৃক্ষবৃত্তি ও তরুণ নেতৃত্ব বিকাশ

এই উদ্যোগের আওতায় স্কলারদের গাছের পরিচর্যা, পর্যবেক্ষণ এবং নির্ধারিত সময় পর্যন্ত গাছের টিকে থাকা নিশ্চিত করার ভিত্তিতে **‘বৃক্ষবৃত্তি’** প্রদান করা হবে। এই আর্থিক সহায়তা গাছের পরিচর্যায় উৎসাহ প্রদান করবে এবং পরিবেশ সংরক্ষণে দীর্ঘমেয়াদি সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করবে। বৃক্ষবৃত্তির পাশাপাশি স্কলারদের জন্য থাকবে-

- নেতৃত্ব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ;
- জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ শিক্ষা;
- জিআইএস ও ডিজিটাল দক্ষতা উন্নয়ন;
- গবেষণা ও উদ্ভাবনী কার্যক্রমে অংশগ্রহণের সুযোগ;
- মেন্টরশিপ ও নেটওয়ার্কিং সুবিধা।

কর্পোরেট অংশীদারিত্ব, কার্বন সিকোয়েস্ট্রেশন ও কার্বন ক্রেডিট সম্ভাবনা

প্ল্যান্ট স্কলার উদ্যোগের অন্যতম বিশেষ দিক হলো কার্বন সিকোয়েস্ট্রেশন পরিমাপ এবং দীর্ঘমেয়াদে কার্বন ক্রেডিট সৃষ্টির সম্ভাবনা। জিআইএস-ভিত্তিক মনিটরিং ব্যবস্থার মাধ্যমে রোপিত প্রতিটি গাছের অবস্থান, বৃদ্ধি, টিকে থাকার হার এবং সম্ভাব্য কার্বন শোষণের

তথ্য নিয়মিত সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা হবে। এই তথ্যের ভিত্তিতে ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুসরণ করে কার্বন অপসারণ যাচাই ও পরিমাপের মাধ্যমে Carbon Credit Generation-এর সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে। এর ফলে প্ল্যান্ট স্কলার উদ্যোগ পরিবেশ সংরক্ষণের পাশাপাশি একটি সম্ভাবনাময় জলবায়ু অর্থায়ন (Climate Financing) মডেল হিসেবেও প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। একইসঙ্গে, কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের Corporate Social Responsibility (CSR) কার্যক্রমের আওতায় বৃক্ষরোপণ ও কার্বন সিকোয়েস্ট্রেশন কার্যক্রমে বিনিয়োগের সুযোগ পাবে। তাদের অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে প্রতিষ্ঠানগুলোকে Carbon Sequestration Certificate প্রদান করা যেতে পারে, যেখানে তাদের সহায়তায় সৃষ্ট সম্ভাব্য কার্বন শোষণের পরিমাণ (CO_2 Removal Potential) উল্লেখ থাকবে। এই উদ্যোগের মাধ্যমে কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের Environmental, Social and Governance (ESG) লক্ষ্য অর্জন, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা এবং টেকসই উন্নয়নে বাস্তব অবদান রাখার সুযোগ পাবে।

প্রত্যাশিত ফলাফল

- ✓ দেশব্যাপী বৃক্ষ আচ্ছাদন বৃদ্ধি পাবে;
- ✓ রোপিত গাছের টিকে থাকার হার বৃদ্ধি পাবে;
- ✓ একটি জাতীয় যুব পরিবেশ নেটওয়ার্ক গড়ে উঠবে;
- ✓ জিআইএস-ভিত্তিক পরিবেশ তথ্যভান্ডার তৈরি হবে;
- ✓ কার্বন শোষণের নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যাবে;
- ✓ পরিবেশ সংরক্ষণে সামাজিক মালিকানা বৃদ্ধি পাবে;
- ✓ বৃক্ষবৃত্তির মাধ্যমে তরুণদের পরিবেশ সংরক্ষণে দীর্ঘমেয়াদি সম্পৃক্ততা নিশ্চিত হবে;
- ✓ গড়ে উঠবে আগামী দিনের পরিবেশবান্ধব ও জলবায়ু-সহনশীল নেতৃত্ব।

উপসংহার

বাংলাদেশের প্রয়োজন শুধু আরও বেশি গাছ নয়; প্রয়োজন দায়িত্বশীল নাগরিক, পরিবেশ-সচেতন তরুণ এবং জলবায়ু-সহনশীল সমাজ। প্ল্যান্ট স্কলার সেই লক্ষ্যেই পরিবেশ সংরক্ষণ, প্রযুক্তি, সামাজিক অংশগ্রহণ এবং তরুণ নেতৃত্বকে একত্রিত করেছে।প্রকৃতির অভিভাবক হিসেবে তরুণদের গড়ে তোলার মাধ্যমে এই উদ্যোগ একটি সবুজ, টেকসই এবং সহনশীল বাংলাদেশের ভিত্তি নির্মাণে ভূমিকা রাখবে।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

তাৎক্ষণিক প্রকাশের জন্য

বৃক্ষবৃত্তি, প্রযুক্তি ও তরুণ নেতৃত্বের সমন্বয়ে 'প্ল্যান্ট স্কলার'-এর যাত্রা শুরু

প্রিয় সুধী,

সাসটেইনেবল রিসার্চ অ্যান্ড কনসালটেন্সি লিমিটেড (SRCL)-এর আয়োজনে এবং বায়ুমণ্ডলীয় দূষণ অধ্যয়ন কেন্দ্র (CAPS), ক্লাইমেট ফ্রন্টিয়ার্স (CF) ও FLOWER-এর সহযোগিতায় ২৫ জুন ২০২৬ তারিখে ঢাকায় প্রযুক্তিনির্ভর পরিবেশ উদ্যোগ **'প্ল্যান্ট স্কলার'**-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে দেশের বিশিষ্ট পরিবেশবিদ, শিক্ষাবিদ, তরুণ সংগঠক ও গণমাধ্যম প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

প্ল্যান্ট স্কলার একটি দীর্ঘমেয়াদি পরিবেশ আন্দোলন, যেখানে দেশের বিভিন্ন জেলা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও কমিউনিটি থেকে নির্বাচিত তরুণদের 'প্ল্যান্ট স্কলার' হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। প্রচলিত বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির তুলনায় এর মূল বৈশিষ্ট্য হলো, শুধু গাছ লাগানো নয়, বরং রোপিত গাছের টিকে থাকা ও সঠিক পরিচর্যা নিশ্চিত করা। প্রতিটি স্কলার তার রোপণকৃত গাছের অভিভাবক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন এবং সফল পরিচর্যার স্বীকৃতি হিসেবে 'বৃক্ষবৃত্তি' লাভ করবেন।

কর্মসূচির আওতায় একটি জিআইএস-ভিত্তিক ডিজিটাল মনিটরিং প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে প্রতিটি গাছের অবস্থান, প্রজাতি, বৃদ্ধি ও টিকে থাকার তথ্য জিও-ট্যাগিংয়ের মাধ্যমে সংরক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ করা হবে। এর ফলে বৃক্ষরোপণ কার্যক্রমে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং দীর্ঘমেয়াদি তদারকি নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-উপাচার্য **প্রফেসর ড. আবদুস সালাম**। তিনি বলেন, *"সব গাছ সব পরিবেশে টিকে থাকতে পারে না; তাই এয়ার পলিউশন টলারেন্স ইনডেক্সসহ বৈজ্ঞানিক মানদণ্ড বিবেচনায় নিয়ে উপযুক্ত গাছ নির্বাচন করতে হবে। গবেষণার ফল বাস্তবায়নের পর্যায়ে নিয়ে যেতে সমন্বিত উদ্যোগ প্রয়োজন।প্রযুক্তিনির্ভর বৃক্ষরোপণ, দীর্ঘমেয়াদি পরিচর্যা, বৃক্ষবৃত্তি এবং SAT-MRV-ভিত্তিক পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থার সমন্বয়ে প্ল্যান্ট স্কলার একটি ব্যতিক্রমধর্মী উদ্যোগ, যা বাংলাদেশের জন্য একটি নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারে।""*

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্ট্যামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের পরিবেশ বিজ্ঞান অনুষদের ডিন ও CAPS-এর প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান **অধ্যাপক ড. আহমেদ কামরুজ্জামান মজুমদার**। তিনি বলেন, *"বৃক্ষরোপণ শুধু সরকারের একার দায়িত্ব নয়; এটি একটি জাতীয় কর্মসূচি, যার সফল বাস্তবায়নে সকলের অংশগ্রহণ প্রয়োজন। সরকার এ বছর ৫ কোটি এবং দীর্ঘমেয়াদে ২৫ কোটি গাছ রোপণের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। এ লক্ষ্য অর্জনে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, সামাজিক সংগঠন ও সাধারণ জনগণের সম্মিলিত উদ্যোগ অপরিহার্য।"* তিনি সরকারের বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে সহযোগিতার উপায় নিয়ে উপস্থিত বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিদের মতামত প্রদানের আহ্বান জানান।

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন SRCL-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক **নগর পরিবেশবিদ আবু জুবায়ের** । তিনি বলেন, *"গাছ লাগানোর সংখ্যা নয়, গাছের টিকে থাকাই আমাদের সাফল্যের মাপকাঠি। GIS ও SAT-MRV প্রযুক্তির মাধ্যমে প্রতিটি রোপিত গাছের বৃদ্ধি, টিকে থাকার হার এবং কার্বন শোষণ পর্যবেক্ষণ করে একটি স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক বৃক্ষরোপণ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চাই।*

স্বাগত বক্তব্য রাখেন নারীনেতৃত্ব ভিত্তিক সংগঠন ফ্লাওয়ার (FLOWER) এর প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী পরিচালক **জিমিয়া শুঁচি** বলেন, *" গাছের দীর্ঘমেয়াদি সংরক্ষণ নিশ্চিত করতে মালিকানাবোধ সৃষ্টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্ল্যান্ট স্কলার শিক্ষার্থীদের মধ্যে*

সেই দায়িত্ববোধ ও সম্পৃক্ততা তৈরি করবে, যাতে তারা শুধু গাছ রোপণ নয়, এর পরিচর্যা ও সংরক্ষণেও সক্রিয় ভূমিকা পালন করে।"

বিশেষ অতিথিবৃন্দ গাছ নির্বাচনে বৈজ্ঞানিক নির্দেশিকা অনুসরণ, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানভিত্তিক বৃক্ষরোপণ এবং নগর এলাকায় আরবান গার্ডেনিং সম্প্রসারণের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। বক্তারা মত প্রকাশ করেন যে, 'বৃক্ষবৃত্তি' ও প্রযুক্তিভিত্তিক পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থাই প্ল্যান্ট স্কলারের অন্যতম উদ্ভাবনী বৈশিষ্ট্য।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের অধ্যাপক **ড. এম. শহিদুল ইসলাম** বলেন, *"এটি ভবিষ্যতমুখী একটি উদ্যোগ, যা তরুণ নেতৃত্ব বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। উদ্যোগটির ধারাবাহিক বাস্তবায়নই হবে এর সবচেয়ে বড় সাফল্য।"*

যমুনা টেলিভিশনের ফরেন অ্যাফেয়ার্স এডিটর **মাহফুজ মিশু** বলেন, *"বৃক্ষবৃত্তি ছড়িয়ে পড়ুক টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া পর্যন্ত। প্রকৃতি ও তারুণ্যের এই বন্ধন আগামীর বাংলাদেশকে আরও সমৃদ্ধ করবে।"*

সাসটেইনেবল রিসার্চ অ্যান্ড কনসালটেন্সি লিমিটেড (SRCL)-এর সিনিয়র এক্সিকিউটিভ অফিসার **সাকিবুল হক সাকি** বলেন, *" পরিবেশ রক্ষা শুধু সরকারের একার দায়িত্ব নয়। টেকসই ও সবুজ বাংলাদেশ গড়তে তরুণদের নেতৃত্বে বৃক্ষরোপণ, বৃক্ষের পরিচর্যা এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে একটি সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। প্ল্যান্ট স্কলার সেই লক্ষ্য বাস্তবায়নে তরুণদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবে।"*

আয়োজকরা জানান, কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের সামাজিক দায়বদ্ধতা (CSR) কর্মসূচির আওতায় এই উদ্যোগে যুক্ত হতে পারবে। ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুসরণ করে কার্বন ক্রেডিট তৈরির সম্ভাবনাও রয়েছে। উদ্যোগটি টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDGs)-এর ৪, ১৩, ১৫ ও ১৭ নম্বর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে অবদান রাখবে।

'পরিবেশের সমৃদ্ধি, বৃক্ষবৃত্তি " এই স্লোগানকে সামনে রেখে প্ল্যান্ট স্কলার একটি সবুজ, টেকসই ও জলবায়ু-সহনশীল বাংলাদেশ গড়ে তোলার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে।

ধন্যবাদান্তে,

নগর পরিবেশবিদ আবু জুবায়ের
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
সাসটেইনেবল রিসার্চ অ্যান্ড কনসালটেন্সি লিমিটেড (SRCL)
০১৭১১৪৫৯৫৩২
Email: jubayer.buet.bd@gmail.com

প্ল্যান্ট স্কলার(বৃক্ষ-বৃত্তি)-এর আনুষ্ঠানিক যাত্রা এবং
বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি উদ্বোধন উপলক্ষে
আয়োজক:
SRCL

স্থান:

প্ল্যান্ট স্কলার(বৃক্ষ-বৃত্তি)-এর আনুষ্ঠানিক যাত্রা এবং
বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি উদ্বোধন উপলক্ষে

SL	Media Outlet	Headline	Date	Type
1	**Dhaka Mail**	গাছ পরিচর্যায় দেওয়া হবে ‘বৃক্ষ বৃত্তি’ Open link	25 Jun 2026	**Online**
2	**BVNews24**	বৃক্ষরোপন ও পরিচর্যার করলে ‘বৃক্ষ বৃত্তি’ পাবে শিক্ষার্থীরা Open link	25 Jun 2026	**Online**
3	**Daily Sun**	‘Plant Scholar’ launched to scale up tree plantation with tech support Open link	25 Jun 2026	**Online News**
4	**Daily Inqilab**	গাছ পরিচর্যায় দেওয়া হবে ‘বৃক্ষ বৃত্তি’ Open link	25 Jun 2026	**Online**
5	**Dhaka Stream**	First-ever ‘Plant Scholar’ initiative launched in Dhaka Open link	26 Jun 2026	**Online News**
6	**VolunteerNews24**	বৃক্ষ রোপান ও পরিচর্যার জন্য বৃক্ষ বৃত্তি পাবে শিক্ষার্থীরা Open link	25 Jun 2026	**Online**
7	**Sobuj Nishan**	গাছ লাগিয়ে ও পরিচর্যা করলেই মিলবে ‘বৃক্ষ বৃত্তি’ Open link	25 Jun 2026	**Online**
8	**News24bd**	সবুজ ভবিষ্যৎ গড়তে শুরু হচ্ছে প্রযুক্তিভিত্তিক ‘প্ল্যান্ট স্কলার’ Open link	25 Jun 2026	**Video / Social**
9	**Jamuna Television**	বৃক্ষ রোপণে তরুণদের উৎসাহিত করতে নতুন উদ্যোগ ‘প্ল্যান্ট স্কলার’ Open link	25 Jun 2026	**Television**
10	**Ekushey Television**	বৃক্ষ বৃত্তি বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি উপলক্ষে সংবাদ সম্মেলন Open link	25 Jun 2026	**Video / Social**
11	**The Good Morning**	‘Plant Scholar’ launched to scale up tree plantation with tech support Open link	25 Jun 2026	**Online**
12	**The Prime TV**	শিক্ষা বৃত্তির মতো এবার বৃক্ষ রোপান ও পরিচর্যার জন্য বৃক্ষ বৃত্তি Open link	25 Jun 2026	**Television / Online**

Dhaka Mail

গাছ পরিচর্যায় দেওয়া হবে 'বৃক্ষ বৃত্তি'

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক

প্রকাশিত: ২৫ জুন ২০২৬, ০৫:০৬ পিএম

ছবি: সংগৃহীত

শুধু গাছ লাগানো নয়, গাছের টিকে থাকা নিশ্চিত করতে 'প্ল্যান্ট স্কলার' বা 'বৃক্ষ বৃত্তি'র একটি উদ্যোগের যাত্রা শুরু হয়েছে। বৃহস্পতিবার (২৫ জুন) বিকেলে জাতীয় প্রেসক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলন থেকে উদ্যোগটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়।

সাসটেইনেবল রিসার্চ অ্যান্ড কনসালটেন্সি লিমিটেড (এসআরসিএল), বায়ুমণ্ডলীয় দূষণ অধ্যয়ন কেন্দ্র (সিএপিএস), ক্লাইমেট ফ্রন্টিয়ার ও ফ্লাওয়ারের যৌথ উদ্যোগে এই কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে।

সংবাদ সম্মেলনে মূল বক্তব্যে এসআরসিএলের এমডি ও নগর পরিবেশবিদ আবু জুবায়ের চৌধুরী বলেন, প্ল্যান্ট স্কলার একটি প্রযুক্তিভিত্তিক দীর্ঘমেয়াদি পরিবেশ আন্দোলন।

এই কর্মসূচির আওতায় দেশের বিভিন্ন জেলা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং কমিউনিটি থেকে নির্বাচিত তরুণদের 'প্ল্যান্ট স্কলার' হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। তাদের হাতে তুলে দেওয়া হবে গাছের চারা, আর সেই গাছের পরিচর্যা, সংরক্ষণ এবং বেড়ে ওঠার দায়িত্বও থাকবে তাদের ওপর।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, গাছের নিয়মিত পরিচর্যা, পর্যবেক্ষণ এবং নির্ধারিত সময় পর্যন্ত গাছের সফলভাবে টিকে থাকা নিশ্চিত করার স্বীকৃতি হিসেবে অংশগ্রহণকারী স্কলারদের 'বৃক্ষ বৃত্তি' প্রদান করা হবে।

এই আর্থিক সহায়তা তরুণদের পরিবেশ সংরক্ষণে দীর্ঘমেয়াদি সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করবে এবং গাছের প্রতি তাদের দায়িত্ববোধ আরও শক্তিশালী করবে।

প্রচলিত বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির তুলনায় প্ল্যান্ট স্কলারের মূল বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, এটি গাছ লাগানোই নয়, গাছের টিকে থাকা নিশ্চিত করবে। গাছের প্রতি ব্যক্তিগত ও সামাজিক মালিকানাবোধ সৃষ্টি করা হবে।

এছাড়াও প্রযুক্তিভিত্তিক পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে। তরুণদের নেতৃত্ব ও সক্ষমতা বিকাশ করা হবে। কার্বন শোষণ ও জলবায়ু প্রশমনে বাস্তব অবদান পরিমাপ করা হবে।

‘প্ল্যান্ট স্কলার’-এর ভিশন ও মিশন সম্পর্কে জানানো হয়, তরুণদের সক্রিয় অংশগ্রহণ, প্রযুক্তিনির্ভর পরিবেশ ব্যবস্থাপনা এবং বৃক্ষবৃত্তির মাধ্যমে পরিবেশগত দায়িত্ববোধকে উৎসাহিত করে একটি সবুজ, টেকসই ও জলবায়ু-সহনশীল বাংলাদেশ গড়ে তোলা।

দেশের তরুণদের বৃক্ষরোপণ, দীর্ঘমেয়াদি পরিবেশ সংরক্ষণ এবং জলবায়ু কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করার পাশাপাশি বৃক্ষবৃত্তি, প্রশিক্ষণ ও নেতৃত্ব বিকাশের মাধ্যমে একটি দায়িত্বশীল, দক্ষ ও পরিবেশ-সচেতন প্রজন্ম গড়ে তোলা।

‘প্ল্যান্ট স্কলার’-এর বাস্তবায়ন কৌশল সম্পর্কে জানানো হয়, দেশের বিভিন্ন জেলা, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও কমিউনিটি পর্যায় থেকে প্রচারণা, মনোনয়ন এবং নির্বাচনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্ল্যান্ট স্কলার নির্বাচন করা হবে। নির্বাচিত স্কলারদের একটি কেন্দ্রীয় ডাটাবেজের আওতায় এনে প্ল্যান্ট স্কলার নেটওয়ার্ক গঠন করা হবে।

নির্বাচিত প্রতিটি স্কলারকে নির্ধারিত প্রজাতির গাছের চারা প্রদান করা হবে। পাশাপাশি তাদের বৃক্ষরোপণ, পরিচর্যা এবং জলবায়ু-সহনশীল ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও নির্দেশনা দেওয়া হবে। স্কলাররা নিজ নিজ এলাকায় গাছ রোপণ করবে এবং সেগুলোর নিয়মিত পরিচর্যা ও পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করবে। নির্ধারিত সময় পর গাছের টিকে থাকা, পরিচর্যার মান এবং নিয়মিত অগ্রগতি প্রতিবেদনের ভিত্তিতে নির্বাচিত স্কলারদের ‘বৃক্ষ বৃত্তি’ প্রদান করা হবে।

প্রতিটি স্কলার তার গাছের অভিভাবক ও রক্ষণাবেক্ষণকারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে। যারফলে গাছের প্রতি ব্যক্তিগত দায়বদ্ধতা, সামাজিক অংশগ্রহণ এবং দীর্ঘমেয়াদি স্থায়িত্ব নিশ্চিত হবে বলেও আশা করছেন উদ্যোক্তারা।

সংবাদ সম্মেলনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. আবদুস সালাম, বায়ুমণ্ডলীয় দূষণ অধ্যয়ন কেন্দ্রের (সিএপিএস) চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. আহমেদ কামরুজ্জামান মজুমদার, ফ্লাওয়ারের নির্বাহী পরিচালক সিমিয়া সুচিসহ বিভিন্ন পরিবেশ ও সামাজিক সংগঠনের নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন।

এএম/এআরএম

গাছ

শিক্ষা

বৃক্ষরোপন ও পরিচর্যার করলে 'বৃক্ষ বৃত্তি' পাবে শিক্ষার্থীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি

প্রকাশিত: ২০:৪২, ২৫ জুন ২০২৬
আপডেট: ২০:৪৬, ২৫ জুন ২০২৬

ফন্ট সাইজ - ডি +

বৃক্ষরোপনে উৎসাহিত করণ এবং গাছের টিকে থাকা নিশ্চিত করতে 'প্ল্যান্ট স্কলার' বা 'বৃক্ষ বৃত্তি'র একটি উদ্যোগের যাত্রা শুরু হয়েছে। এই উদ্যোগের মাধ্যমে শিক্ষা বৃত্তির মতো বৃক্ষরোপন ও পরিচর্যার জন্য বৃক্ষ বৃত্তি পাবেন শিক্ষার্থীরা।

বৃহস্পতিবার (২৫ জুন) বিকালে জাতীয় প্রেসক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলন থেকে উদ্যোগটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়।

সাসটেইনেবল রিসার্চ অ্যান্ড কনসালটেন্সি লিমিটেড (এসআরসিএল), বায়ুমণ্ডলীয় দূষণ অধ্যয়ন কেন্দ্র (সিএপিএস), ক্লাইমেট ফ্রন্টিয়ার ও ফ্লাওয়ারের যৌথ উদ্যোগে এই কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে।

সংবাদ সম্মেলনে মূল বক্তব্যে এসআরসিএলের এমডি ও নগর পরিবেশবিদ আবু জুবায়ের চৌধুরী বলেন, প্ল্যান্ট স্কলার একটি প্রযুক্তিভিত্তিক দীর্ঘমেয়াদি পরিবেশ আন্দোলন।

এই কর্মসূচির আওতায় দেশের বিভিন্ন জেলা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং কমিউনিটি থেকে নির্বাচিত তরুণদের 'প্ল্যান্ট স্কলার' হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। তাদের হাতে তুলে দেওয়া হবে গাছের চারা, আর সেই গাছের পরিচর্যা, সংরক্ষণ এবং বেড়ে ওঠার দায়িত্বও থাকবে তাদের ওপর।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, গাছের নিয়মিত পরিচর্যা, পর্যবেক্ষণ এবং নির্ধারিত সময় পর্যন্ত গাছের সফলভাবে টিকে থাকা নিশ্চিত করার স্বীকৃতি হিসেবে অংশগ্রহণকারী স্কলারদের 'বৃক্ষ বৃত্তি ' প্রদান করা হবে। এই আর্থিক সহায়তা তরুণদের পরিবেশ সংরক্ষণে দীর্ঘমেয়াদি সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করবে এবং গাছের প্রতি তাদের দায়িত্ববোধ আরও শক্তিশালী করবে।

প্রচলিত বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির তুলনায় প্ল্যান্ট স্কলারের মূল বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, এটি গাছ লাগানোই নয়, গাছের টিকে থাকা নিশ্চিত করবে। গাছের প্রতি ব্যক্তিগত ও সামাজিক মালিকানাবোধ সৃষ্টি করা হবে।

এছাড়াও প্রযুক্তিভিত্তিক পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে। তরুণদের নেতৃত্ব ও সক্ষমতা বিকাশ করা হবে। কার্বন শোষণ ও জলবায়ু প্রশমনে বাস্তব অবদান পরিমাপ করা হবে।

'প্ল্যান্ট স্কলার' -এর ভিশন ও মিশন সম্পর্কে জানানো হয়, তরুণদের সক্রিয় অংশগ্রহণ, প্রযুক্তিনির্ভর পরিবেশ ব্যবস্থাপনা এবং বৃক্ষবৃত্তির মাধ্যমে পরিবেশগত দায়িত্ববোধকে উৎসাহিত করে একটি সবুজ, টেকসই ও জলবায়ু-সহনশীল বাংলাদেশ গড়ে তোলা।

দেশের তরুণদের বৃক্ষরোপণ, দীর্ঘমেয়াদি পরিবেশ সংরক্ষণ এবং জলবায়ু কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করার পাশাপাশি বৃক্ষবৃত্তি, প্রশিক্ষণ ও নেতৃত্ব বিকাশের মাধ্যমে একটি দায়িত্বশীল, দক্ষ ও পরিবেশ-সচেতন প্রজন্ম গড়ে তোলা।

'প্ল্যান্ট স্কলার' -এর বাস্তবায়ন কৌশল সম্পর্কে জানানো হয়, দেশের বিভিন্ন জেলা, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও কমিউনিটি পর্যায় থেকে প্রচারণা, মনোনয়ন এবং নির্বাচনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্ল্যান্ট স্কলার নির্বাচন করা হবে। নির্বাচিত স্কলারদের একটি কেন্দ্রীয় ডাটাবেজের আওতায় এনে প্ল্যান্ট স্কলার নেটওয়ার্ক গঠন করা হবে।

নির্বাচিত প্রতিটি স্কলারকে নির্ধারিত প্রজাতির গাছের চারা প্রদান করা হবে। পাশাপাশি তাদের বৃক্ষরোপণ, পরিচর্যা এবং জলবায়ু-সহনশীল ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও নির্দেশনা দেওয়া হবে। স্কলাররা নিজ নিজ এলাকায় গাছ রোপণ করবে এবং সেগুলোর নিয়মিত পরিচর্যা ও পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করবে। নির্ধারিত সময় পর গাছের টিকে থাকা, পরিচর্যার মান এবং নিয়মিত অগ্রগতি প্রতিবেদনের ভিত্তিতে নির্বাচিত স্কলারদের 'বৃক্ষ বৃত্তি' প্রদান করা হবে।

প্রতিটি স্কলার তার গাছের অভিভাবক ও রক্ষণাবেক্ষণকারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে। যারফলে গাছের প্রতি ব্যক্তিগত দায়বদ্ধতা, সামাজিক অংশগ্রহণ এবং দীর্ঘমেয়াদি স্থায়িত্ব নিশ্চিত হবে বলেও আশা করছেন উদ্যোক্তারা।

সংবাদ সম্মেলনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. আবদুস সালাম, বায়ুমণ্ডলীয় দূষণ অধ্যয়ন কেন্দ্রের (সিএপিএস) চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. আহমেদ কামরুজ্জামান মজুমদার, ফ্লাওয়ারের নির্বাহী পরিচালক সিমিয়া সুচিসহ বিভিন্ন পরিবেশ ও সামাজিক সংগঠনের নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন।

বিভি/এআই

daily sun TRUE AND IMPARTIAL

Print: 29 Jun 2026

Dev Org & NGO

'Plant Scholar' launched to scale up tree plantation with tech support

Daily Sun Report, Dhaka

Published: 25 Jun 2026, 10:12 PM

Plant Scholar is formally launched at an event | Photo: Courtesy

A − A +

Plant Scholar, a technology-driven environmental initiative, was inaugurated at the National Press Club on Thursday.

Sustainable Research and Consultancy Limited (SRCL) organised the inauguration ceremony, with support from the Center for Atmospheric Pollution Studies (CAPS), Climate Frontiers (CF), and FLOWER, said a press release.

Professor Abdus Salam, pro-vice-chancellor of the University of Dhaka, graced the occasion as the Chief Guest. In his address, he emphasised that suitable trees must be selected considering scientific criteria like the Air Pollution Tolerance Index. He noted that the combination of technology-driven tree plantation, long-term maintenance, "tree scholarships," and SAT-MRV-based monitoring makes Plant Scholar an exceptional initiative for Bangladesh.

The event was presided over by Professor Ahmad Kamruzzaman Majumder, dean of the Faculty of Science at Stamford University Bangladesh and Chairman of CAPS, who highlighted that achieving the government's long-term target of planting 250 million trees requires collaborative efforts from public-private institutions, social organizations, and the general public.

Urban Environmentalist Abu Jubayer, also managing director of SRCL, presented the keynote address, stating that the true measure of success is the survival rate of the trees, which will be transparently monitored through GIS and SAT-MRV technologies.

Special Guest Professor M Shahidul Islam of the University of Dhaka praised the initiative for developing youth leadership.

FLOWER's Founder and Executive Director, Jimia Shuchi, emphasised the importance of instilling a sense of ownership and responsibility among students.

The programme was moderated by Jubayer Islam, operations lead of Climate Frontiers. Distinguished guests included Advocate Mahabubul Alam Tahin of CLPA, Ibnul Syed Rana of the Pran Prokriti Poribesh Protibesh Rakkha Jatio Committee, Mahfuz Mishu of Jamuna Television, Kefayet Sakil of Bangla Vision, prominent environmental journalist Mahmud Rakib, and young activist Asaduzzaman Tohin of the OAB Foundation.

Furthermore, the event witnessed strong solidarity and active participation from various prominent youth organizations, including the Green Peace Youth Development Society, Shurjodoy Youth Society, Torongo Foundation, Mission Green Bangladesh, International Youth Change Maker (IYCM), Bashundhara Shuvosangho (Dhaka Metropolitan), Brighters Society of Bangladesh, OAB Foundation, and YEDO Bangladesh.

Plant Scholar is a long-term environmental movement where selected youth from various districts, educational institutions, and communities will be enlisted as "Plant Scholars." In contrast to conventional tree plantation programs, its primary focus is not merely planting trees but ensuring their survival and proper care. Each scholar will act as the guardian of the trees they plant and will be awarded a 'Plant Scholarship' as recognition for their successful nurturing.

For all latest news, follow the **Daily Sun's** Google News channel.

দৈনিক ইনকিলাব
শুধু দেশ ও জনগণের পক্ষে
THE DAILY INQILAB

গাছ পরিচর্যায় দেওয়া হবে ‘বৃক্ষ বৃত্তি’

স্টাফ রিপোর্টার :

২৬ জুন ২০২৬, ১২:১০ এএম | আপডেট: ২৬ জুন ২০২৬, ১২:১০ এএম

শুধু গাছ লাগানো নয়, গাছের টিকে থাকা নিশ্চিত করতে ‘প্ল্যান্ট স্কলার’ বা ‘বৃক্ষ বৃত্তি’র একটি উদ্যোগের যাত্রা শুরু হয়েছে। গতকাল বিকেলে জাতীয় প্রেসক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলন থেকে উদ্যোগটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। সাসটেইনেবল রিসার্চ অ্যান্ড কনসালটেন্সি লিমিটেড (এসআরসিএল), বায়ুম-লীয় দূষণ অধ্যয়ন কেন্দ্র (সিএপিএস), ক্লাইমেট ফ্রন্টিয়ার ও ফ্লাওয়ারের যৌথ উদ্যোগে এই কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে।

সংবাদ সম্মেলনে মূল বক্তব্যে এসআরসিএলের এমডি ও নগর পরিবেশবিদ আবু জুবায়ের চৌধুরী বলেন, প্ল্যান্ট স্কলার একটি প্রযুক্তিভিত্তিক দীর্ঘমেয়াদি পরিবেশ আন্দোলন। এই কর্মসূচির আওতায় দেশের বিভিন্ন জেলা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং কমিউনিটি থেকে নির্বাচিত তরুণদের ‘প্ল্যান্ট স্কলার’ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। তাদের হাতে তুলে দেওয়া হবে গাছের চারা, আর সেই গাছের পরিচর্যা, সংরক্ষণ এবং বেড়ে ওঠার দায়িত্বও থাকবে তাদের ওপর।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, গাছের নিয়মিত পরিচর্যা, পর্যবেক্ষণ এবং নির্ধারিত সময় পর্যন্ত গাছের সফলভাবে টিকে থাকা নিশ্চিত করার স্বীকৃতি হিসেবে অংশগ্রহণকারী স্কলারদের ‘বৃক্ষ বৃত্তি’ প্রদান করা হবে। এই আর্থিক সহায়তা তরুণদের পরিবেশ সংরক্ষণে দীর্ঘমেয়াদি সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করবে এবং গাছের প্রতি তাদের দায়িত্ববোধ আরও শক্তিশালী করবে। ‘প্ল্যান্ট স্কলার’-এর ভিশন ও মিশন সম্পর্কে জানানো হয়, তরুণদের সক্রিয় অংশগ্রহণ, প্রযুক্তিনির্ভর পরিবেশ ব্যবস্থাপনা এবং বৃক্ষবৃত্তির মাধ্যমে পরিবেশগত দায়িত্ববোধকে উৎসাহিত করে একটি সবুজ, টেকসই ও জলবায়ু-সহনশীল বাংলাদেশ গড়ে তোলা। দেশের তরুণদের বৃক্ষরোপণ, দীর্ঘমেয়াদি পরিবেশ সংরক্ষণ এবং জলবায়ু কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করার পাশাপাশি বৃক্ষবৃত্তি, প্রশিক্ষণ ও নেতৃত্ব বিকাশের মাধ্যমে একটি দায়িত্বশীল, দক্ষ ও পরিবেশ-সচেতন প্রজন্ম গড়ে তোলা। ‘প্ল্যান্ট স্কলার’-এর বাস্তবায়ন কৌশল সম্পর্কে জানানো হয়, দেশের বিভিন্ন জেলা, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও কমিউনিটি পর্যায় থেকে প্রচারণা, মনোনয়ন এবং নির্বাচনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্ল্যান্ট স্কলার নির্বাচন করা হবে। নির্বাচিত স্কলারদের একটি কেন্দ্রীয় ডাটাবেজের আওতায় এনে প্ল্যান্ট স্কলার নেটওয়ার্ক গঠন করা হবে।

নির্বাচিত প্রতিটি স্কলারকে নির্ধারিত প্রজাতির গাছের চারা প্রদান করা হবে। পাশাপাশি তাদের বৃক্ষরোপণ, পরিচর্যা এবং জলবায়ু-সহনশীল ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও নির্দেশনা দেওয়া হবে। সংবাদ সম্মেলনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভিসি ড. আবদুস সালাম, বায়ুম-লীয় দূষণ অধ্যয়ন কেন্দ্রের (সিএপিএস) চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. আহমেদ কামরুজ্জামান মজুমদার, ফ্লাওয়ারের নির্বাহী পরিচালক সিমিয়া সুচিসহ বিভিন্ন পরিবেশ ও সামাজিক সংগঠনের নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন।

First-ever 'Plant Scholar' initiative launched in Dhaka

Stream Report

June 26, 2026, 14:40 | Update: June 26, 2026, 14:43

Photo: Collected

Technology-driven tree plantation, long-term maintenance, tree scholarships and SAT-MRV-based monitoring make Plant Scholar an exceptional initiative for Bangladesh, Dr Abdus Salam, pro-vice-chancellor of the University of Dhaka said.

"Suitable trees should be selected based on scientific criteria such as the Air Pollution Tolerance Index," he said while launching the first-ever technology-driven environmental initiative, "Plant Scholar" or "Brikkho Britti" at the Jatiya Press Club in the capital yesterday (25 June).

The initiative was organised by Sustainable Research and Consultancy Limited and supported by the Center for Atmospheric Pollution Studies, Climate Frontiers and FLOWER.

Operating under the slogan "Environmental Prosperity, Tree Scholarship", Plant Scholar will carry out its activities across the country.

The programme was chaired by Dr Ahmad Kamruzzaman Majumder, dean of the Faculty of Science at Stamford University Bangladesh and chairman of CAPS.

He said achieving the government's long-term target of planting 250 million trees would require joint efforts from public and private institutions, social organisations and citizens.

Urban environmentalist Abu Jubayer, managing director of SRCL, presented the keynote paper.

He said the real measure of success in tree plantation is the survival rate of trees, adding that the initiative will monitor this transparently through GIS and SAT-MRV technologies.

Dr M Shahidul Islam of the University of Dhaka, praised the initiative for promoting youth leadership.

FLOWER Founder and Executive Director Jimia Shuchi stressed the need to build a sense of ownership and responsibility among students.

The programme was moderated by Jubayer Islam, operations lead of Climate Frontiers.

Advocate Mahabubul Alam Tahin of CLPA, Ibnul Syed Rana of the Pran Prokriti Poribesh Protibesh Rakkha Jatio Committee, Mahfuz Mishu of Jamuna Television, Kefayet Sakil of Bangla Vision, environmental journalist Mahmud Rakib and young activist Asaduzzaman Tohin of the OAB Foundation were also present.

Several youth organisations also took part in the event, including Green Peace Youth Development Society, Shurjodoy Youth Society, Torongo Foundation, Mission Green Bangladesh, International Youth Change Maker, Bashundhara Shuvosangho Dhaka Metropolitan, Brighters Society of Bangladesh, OAB Foundation and YEDO Bangladesh.

Plant Scholar is designed as a long-term environmental movement where selected youths from different districts, educational institutions and communities will be enlisted as "Plant Scholars."

Unlike conventional tree plantation programmes, the initiative will focus not only on planting trees but also on ensuring their survival and proper care.

স্বেচ্ছায় সেবা
volunteernews24.com
www.volunteernews24.com

বৃক্ষ রোপান ও পরিচর্যার জন্য বৃক্ষ বৃত্তি পাবে শিক্ষার্থীরা

JUN 25, 2026

বিশেষ প্রতিনিধি:

শুধু গাছ লাগানো নয়, গাছের টিকে থাকা নিশ্চিত করতে 'প্ল্যান্ট স্কলার' বা 'বৃক্ষ বৃত্তি'র একটি উদ্যোগের যাত্রা শুরু হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (২৫ জুন) বিকেলে জাতীয় প্রেসক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলন থেকে উদ্যোগটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়।

সাসটেইনেবল রিসার্চ অ্যান্ড কনসালটেন্সি লিমিটেড (এসআরসিএল), বায়ুমণ্ডলীয় দূষণ অধ্যয়ন কেন্দ্র (সিএপিএস), ক্লাইমেট ফ্রন্টিয়ার ও ফ্লাওয়ারের যৌথ উদ্যোগে এই কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে।

সংবাদ সম্মেলনে মূল বক্তব্যে এসআরসিএলের এমডি ও নগর পরিবেশবিদ আবু জুবায়ের চৌধুরী বলেন, প্ল্যান্ট স্কলার একটি প্রযুক্তিভিত্তিক দীর্ঘমেয়াদি পরিবেশ আন্দোলন।

এই কর্মসূচির আওতায় দেশের বিভিন্ন জেলা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং কমিউনিটি থেকে নির্বাচিত তরুণদের 'প্ল্যান্ট স্কলার' হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। তাদের হাতে তুলে দেওয়া হবে গাছের চারা, আর সেই গাছের পরিচর্যা, সংরক্ষণ এবং বেড়ে ওঠার দায়িত্বও থাকবে তাদের ওপর।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, গাছের নিয়মিত পরিচর্যা, পর্যবেক্ষণ এবং নির্ধারিত সময় পর্যন্ত গাছের সফলভাবে টিকে থাকা নিশ্চিত করার স্বীকৃতি হিসেবে অংশগ্রহণকারী স্কলারদের 'বৃক্ষ বৃত্তি' প্রদান করা হবে। এই আর্থিক সহায়তা তরুণদের পরিবেশ সংরক্ষণে দীর্ঘমেয়াদি সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করবে এবং গাছের প্রতি তাদের দায়িত্ববোধ আরও শক্তিশালী করবে।

প্রচলিত বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির তুলনায় প্ল্যান্ট স্কলারের মূল বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, এটি গাছ লাগানোই নয়, গাছের টিকে থাকা নিশ্চিত করবে। গাছের প্রতি ব্যক্তিগত ও সামাজিক মালিকানাবোধ সৃষ্টি করা হবে।

এছাড়াও প্রযুক্তিভিত্তিক পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে। তরুণদের নেতৃত্ব ও সক্ষমতা বিকাশ করা হবে। কার্বন শোষণ ও জলবায়ু প্রশমনে বাস্তব অবদান পরিমাপ করা হবে।

‘প্ল্যান্ট স্কলার’-এর ভিশন ও মিশন সম্পর্কে জানানো হয়, তরুণদের সক্রিয় অংশগ্রহণ, প্রযুক্তিনির্ভর পরিবেশ ব্যবস্থাপনা এবং বৃক্ষবৃত্তির মাধ্যমে পরিবেশগত দায়িত্ববোধকে উৎসাহিত করে একটি সবুজ, টেকসই ও জলবায়ু-সহনশীল বাংলাদেশ গড়ে তোলা।

দেশের তরুণদের বৃক্ষরোপণ, দীর্ঘমেয়াদি পরিবেশ সংরক্ষণ এবং জলবায়ু কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করার পাশাপাশি বৃক্ষবৃত্তি, প্রশিক্ষণ ও নেতৃত্ব বিকাশের মাধ্যমে একটি দায়িত্বশীল, দক্ষ ও পরিবেশ-সচেতন প্রজন্ম গড়ে তোলা।

‘প্ল্যান্ট স্কলার’-এর বাস্তবায়ন কৌশল সম্পর্কে জানানো হয়, দেশের বিভিন্ন জেলা, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও কমিউনিটি পর্যায় থেকে প্রচারণা, মনোনয়ন এবং নির্বাচনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্ল্যান্ট স্কলার নির্বাচন করা হবে। নির্বাচিত স্কলারদের একটি কেন্দ্রীয় ডাটাবেজের আওতায় এনে প্ল্যান্ট স্কলার নেটওয়ার্ক গঠন করা হবে।

নির্বাচিত প্রতিটি স্কলারকে নির্ধারিত প্রজাতির গাছের চারা প্রদান করা হবে। পাশাপাশি তাদের বৃক্ষরোপণ, পরিচর্যা এবং জলবায়ু-সহনশীল ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও নির্দেশনা দেওয়া হবে। স্কলাররা নিজ নিজ এলাকায় গাছ রোপণ করবে এবং সেগুলোর নিয়মিত পরিচর্যা ও পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করবে। নির্ধারিত সময় পর গাছের টিকে থাকা, পরিচর্যার মান এবং নিয়মিত অগ্রগতি প্রতিবেদনের ভিত্তিতে নির্বাচিত স্কলারদের ‘বৃক্ষ বৃত্তি’ প্রদান করা হবে।

প্রতিটি স্কলার তার গাছের অভিভাবক ও রক্ষণাবেক্ষণকারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে। যারফলে গাছের প্রতি ব্যক্তিগত দায়বদ্ধতা, সামাজিক অংশগ্রহণ এবং দীর্ঘমেয়াদি স্থায়িত্ব নিশ্চিত হবে বলেও আশা করছেন উদ্যোক্তারা।

সংবাদ সম্মেলনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. আবদুস সালাম, বায়ুমণ্ডলীয় দূষণ অধ্যয়ন কেন্দ্রের (সিএপিএস) চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. আহমেদ কামরুজ্জামান মজুমদার, ফ্লাওয়ারের নির্বাহী পরিচালক সিমিয়া সুচিসহ বিভিন্ন পরিবেশ ও সামাজিক সংগঠনের নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন।

সবুজ নিশান
প্রযুক্তির পৃথিবীতে, পরিবর্তনের পক্ষে

গাছ লাগিয়ে ও পরিচর্যা করলেই মিলবে ‘বৃক্ষ বৃত্তি’—দেশে শুরু নতুন পরিবেশ শিক্ষা উদ্যোগ

সবুজ নিশান ডেস্ক
প্রকাশিত: ২৭ জুন ২০২৬, ১২:৪৪ PM ২৩

দেশে বৃক্ষরোপণকে শুধু উৎসাহ নয়, বাস্তব দায়িত্ব ও প্রণোদনার সঙ্গে যুক্ত করতে নতুন এক উদ্যোগের যাত্রা শুরু হয়েছে। এখন থেকে শিক্ষার্থীরা গাছ লাগানো এবং নিয়মিত পরিচর্যা নিশ্চিত করলে পেতে পারে ‘বৃক্ষ বৃত্তি’ বা ‘প্ল্যান্ট স্কলার’ সুবিধা।

বৃহস্পতিবার (২৫ জুন) রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেওয়া হয়।

এই উদ্যোগটি যৌথভাবে বাস্তবায়ন করছে **সাসটেইনেবল রিসার্চ অ্যান্ড কনসালটেন্সি লিমিটেড (এসআরসিএল)**, **বায়ুমণ্ডলীয় দূষণ অধ্যয়ন কেন্দ্র (সিএপিএস)**, **ক্লাইমেট ফ্রন্টিয়ার** এবং **ফ্লাওয়ার**।

শিক্ষার্থীদের হাতে গাছ, পরিচর্যার দায়িত্বেই বৃত্তি

কর্মসূচির আওতায় দেশের বিভিন্ন জেলা, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও কমিউনিটি পর্যায় থেকে শিক্ষার্থীদের 'প্ল্যান্ট স্কলার' হিসেবে নির্বাচন করা হবে। নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের হাতে নির্দিষ্ট প্রজাতির গাছের চারা তুলে দেওয়া হবে এবং সেই গাছের রোপণ, পরিচর্যা ও দীর্ঘমেয়াদে টিকে রাখার দায়িত্ব থাকবে তাদের ওপর।

গাছের নিয়মিত পরিচর্যা, পর্যবেক্ষণ এবং নির্ধারিত সময় পর্যন্ত টিকে থাকার সফলতার ভিত্তিতে শিক্ষার্থীরা 'বৃক্ষ বৃত্তি' বা আর্থিক প্রণোদনা পাবে।

প্রযুক্তিনির্ভর পরিবেশ আন্দোলনের নতুন মডেল

আয়োজকরা জানান, এটি শুধু বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি নয়, বরং একটি প্রযুক্তিনির্ভর দীর্ঘমেয়াদি পরিবেশ আন্দোলন। এতে গাছের টিকে থাকা নিশ্চিত করা হবে এবং প্রতিটি গাছের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণের জন্য ডিজিটাল ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে।

এই উদ্যোগের মাধ্যমে তরুণদের মধ্যে গাছের প্রতি মালিকানাবোধ তৈরি হবে, পাশাপাশি পরিবেশ রক্ষায় তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ বাড়বে।

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় ভূমিকা

আয়োজকরা আরও জানান, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় তরুণদের সম্পৃক্ত করাই এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য। গাছের কার্বন শোষণ ক্ষমতা, পরিবেশগত উপকারিতা এবং টিকে থাকার হারও এই প্রকল্পের মাধ্যমে মূল্যায়ন করা হবে।

বিশেষজ্ঞদের উপস্থিতি

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. আবদুস সালাম, সিএপিএস চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. আহমেদ কামরুজ্জামান মজুমদার, ফ্লাওয়ারের নির্বাহী পরিচালক সিমিয়া সুচিসহ বিভিন্ন পরিবেশবিদ ও গবেষকরা।

তারা মনে করেন, এই ধরনের উদ্যোগ ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে পরিবেশ সচেতন করে গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

বৃক্ষ রোপণে তরুণদের উৎসাহিত করতে নতুন উদ্যোগ 'প্ল্যান্ট স্কলার'।

বৃক্ষ রোপণে তরুণদের উৎসাহিত করতে নতুন উদ্যোগ 'প্ল্যান্ট স্কলার' | Plant Scholar | Jamuna TV

140 views Jun 26, 2026 #Jamuna_News #JamunaTV #Jamuna_Television

পরিবেশ আন্দোলন "প্ল্যান্ট স্কলার" বা বৃক্ষবৃত্তির উদ্বোধন হলো। প্রেসক্লাবে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, দেশের বিভিন্ন জেলা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কমিউনিটি থেকে নির্বাচিত তরুণদের প্ল্যান্ট স্কলার হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। তাদের দেয়া হবে গাছের চারা। সেটির পরিচর্যা থেকে বেড়ে তোলার দায়িত্ব দেয়া হবে স্কলারদের। নির্ধারিত সময় পর্যন্ত গাছের সফলভাবে টিকে থাকা নিশ্চিতের স্বীকৃতি হিসেবে স্কলারদের বৃক্ষবৃত্তি প্রদান করা হবে।

বৃক্ষ রোপণে তরুণদের উৎসাহিত করতে নতুন উদ্যোগ 'প্ল্যান্ট স্কলার' | Plant Scholar | Jamuna TV

একুশে ETV পরিবর্তনে অঙ্গিকারবদ্ধ

THE GOOD MORNING
A Progressive National Daily
www.thegoodmorning.net
Online

BACK PAGE

‘Plant Scholar’ launched to scale up tree plantation with tech support

By admin Published 4 days ago

Staff Reporter:

Plant Scholar, a technology-driven environmental initiative, was inaugurated at the National Press Club on Thursday.

Sustainable Research and Consultancy Limited (SRCL) organised the inauguration ceremony, with support from the Center for Atmospheric Pollution Studies (CAPS), Climate Frontiers (CF), and FLOWER, said a press release.

Professor Abdus Salam, pro-vice-chancellor of the University of Dhaka, graced the occasion as the Chief Guest. In his address, he emphasised that suitable trees must be selected considering scientific criteria like the Air Pollution Tolerance Index. He noted that the

combination of technology-driven tree plantation, long-term maintenance, “tree scholarships,” and SAT-MRV-based monitoring makes Plant Scholar an exceptional initiative for Bangladesh.

The event was presided over by Professor Ahmad Kamruzzaman Majumder, dean of the Faculty of Science at Stamford University Bangladesh and Chairman of CAPS, who highlighted that achieving the government’s long-term target of planting 250 million trees requires collaborative efforts from public-private institutions, social organizations, and the general public.

Urban Environmentalist Abu Jubayer, also managing director of SRCL, presented the keynote address, stating that the true measure of success is the survival rate of the trees, which will be transparently monitored through GIS and SAT-MRV technologies.

Special Guest Professor M Shahidul Islam of the University of Dhaka praised the initiative for developing youth leadership.

FLOWER’s Founder and Executive Director, Jimia Shuchi, emphasised the importance of instilling a sense of ownership and responsibility among students.

The programme was moderated by Jubayer Islam, operations lead of Climate Frontiers. Distinguished guests included Advocate Mahabubul Alam Tahin of CLPA, Ibnul Syed Rana of the Pran Prokriti Poribesh Protibesh Rakkha Jatio Committee, Mahfuz Mishu of Jamuna Television, Kefayet Sakil of Bangla Vision, prominent environmental journalist Mahmud Rakib, and young activist Asaduzzaman Tohin of the OAB Foundation.

Furthermore, the event witnessed strong solidarity and active participation from various prominent youth organizations, including the Green Peace Youth Development Society, Shurjodoy Youth Society, Torongo Foundation, Mission Green Bangladesh, International Youth Change Maker (IYCM), Bashundhara Shuvosangho (Dhaka Metropolitan), Brighters Society of Bangladesh, OAB Foundation, and YEDO Bangladesh.

Plant Scholar is a long-term environmental movement where selected youth from various districts, educational institutions, and communities will be enlisted as “Plant Scholars.” In contrast to conventional tree plantation programs, its primary focus is not merely planting trees but ensuring their survival and proper care. Each scholar will act as the guardian of the trees they plant and will be awarded a ‘Plant Scholarship’ as recognition for their successful nurturing.